দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) : কর্মজীবী হোস্টেলে ঠাসাঠাসি করে রাখা মাধ্যমিক স্তরের সরকারি পাঠ্যবই। পাশে সংরক্ষণের অভাবে বিনষ্ট হচ্ছে কিছু বই —ইত্তেফাক

মোরেলগঞ্জে বিনামূল্যের পাঠ্যবই রাখার গুদাম না থাকায় কর্তৃপক্ষ বিপাকে

■ মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

মোরেলগঞ্জে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের বইয়ের গুদাম না থাকায় বিপাকে পড়ছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যের সরকারি পাঠ্যবই উপজেলা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরে জমা হয়। কিন্তু নতুন বই রাখার জন্য নেই কোনো গুদাম। যার কারণে লাখ লাখ পাঠ্যবই বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের রুমে অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে হয়। তাছাড়া জায়গার অভাবে পরিত্যক্ত সরকারি ভবনেও নতুন বই রাখা হয়। এ বছরে মাধ্যমিক দপ্তরের বই উপজেলা মহিলা কর্মজীবী হোস্টেলের নিচতলার রুমে রাখা হয়েছে। এখান থেকে উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বই সরবরাহ করতে হচ্ছে। সেখানেও সাড়ে তিন লাখ বইয়ের সংকুলান হচ্ছে না বলে মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। অপরদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই দুই বছর ধরে মোরেলগঞ্জ সদর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দোনা এসএস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রেখে বিতরণ করা হয়। পানগুছি নদী পেরিয়ে বই আনতে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। এসব জায়গায় সুষ্ঠু সংরক্ষণের কারণে অনেক বই বিনষ্ট হচ্ছে। উপজেলা ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্ডেনসহ ৩৪৫ প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় রয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আনিছুর রহমান জানান, ৩৪৫টি বিদ্যালয়ের জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত বইয়ের সংখ্যা তিন লক্ষাধিক। অথচ এসব বই রাখা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিতরণের জন্য পৃথক গুদাম নেই। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. আব্দুল হান্নান বলেন, মাধ্যমিক স্তরের বই সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য পৃথক গুদাম প্রয়োজন।